রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ৯, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিদ্যুৎ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২ জুন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৮৯-আইন/২০১৬।—টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ২৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়, —

(ক) **"আইন"** অর্থ টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৮ নং আইন);

(খ) **"ইমারত"** অর্থে ভবন, প্রধান ভবন সংলগ্ন ছোট ঘর, কুটির, দেয়াল এবং পাথর, ইট, ঢেউটিন, ধাতুটালি (tiles), কাঠ, বাঁশ, মাটি, পাতা, ঘাস, শুকনো খড় বা অন্য যে কোন উপাদান দিয়ে তৈরী কোন কাঠামো অন্তর্ভুক্ত হইবে;

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(গ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ আইনের ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(ঘ) **"গ্রাহক"** অর্থ বিদ্যুৎ, গ্যাস বা অন্য কোন জ্বালানি সরবরাহের সংযোগ গ্রহণ করিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তি বা স্থাপনার মালিক বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ;

(ঙ) **"জ্বালানি"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর উপ-ধারা (৫) এ সংজ্ঞায়িত জ্বালানি;

(চ) **"জ্বালানি ব্যবহার প্রমিতকরণ (standardization of energy uses)"** অর্থ কোন সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন যন্ত্র বা সরঞ্জামের কর্মদক্ষতা বা উৎপাদনশীলতায় নির্দিষ্ট মানের জ্বালানি ব্যবহার;

(ছ) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(জ) **"পরিচালনা পর্ষদ"** অর্থ কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদ;

(ঝ) **"ব্যবহারকারী"** অর্থ যাহারা আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, কৃষি, পরিবহন এবং অন্য কোন উদ্দেশ্যে যে কোন প্রকৃতিক জ্বালানি ব্যবহার করিবে;

(ঞ) **"মাইক্রো শিল্প (micro industry)"** অর্থে সে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে যে সকল প্রতিষ্ঠানের জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে, স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ অন্যূন ৫ লক্ষ টাকা হইতে অনূর্ধ্ব ৫০ লক্ষ টাকা কিংবা যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১০ জন এবং অনধিক ২৪ জন শ্রমিক নিয়োজিত রহিয়াছে;

(ট) **"মাঝারি শিল্প (medium industry)"** অর্থে—

(অ) উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে, সে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে যে সকল প্রতিষ্ঠানের জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ অন্যূন ১০ কোটি টাকা হইতে অনূর্ধ্ব ৩০ কোটি টাকা অথবা যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১০০ জন এবং অনধিক ২৫০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রহিয়াছে;

(আ) সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে, যে সকল প্রতিষ্ঠানের জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ অন্যূন ১ কোটি টাকা হইতে অনূর্ধ্ব ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত অথবা যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ৫০ জন এবং অনধিক ১০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রহিয়াছে;

(ঠ) **"স্থাপনা"** অর্থে যে কোন ইমারত বা এই ইমারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ যেখানে অন্যূন ৫০ কিলোওয়াট বা ততোধিক ওয়াটের বৈদ্যুতিক সংযোগ রহিয়াছে এবং ফ্যাক্টরি, কারখানা ও দোকানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(ড) **"ক্ষুদ্র শিল্প (small industry)"** অর্থে—

(অ) উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে, সে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে যে সকল প্রতিষ্ঠানের জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫০ লক্ষ টাকা হইতে ১০ কোটি টাকা অথবা যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ২৫ জন এবং অনধিক ৯৯ জন শ্রমিক নিয়োজিত রহিয়াছে;

(আ) সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে, সে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে যে সকল প্রতিষ্ঠানের জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকা হইতে ১ কোটি টাকা অথবা যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১০ জন এবং অনধিক ২৫ জন শ্রমিক নিয়োজিত রহিয়াছে।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি

৩। সহায়তা গ্রহণ।—কর্তৃপক্ষ—

(ক) জ্বালানি দক্ষতা লেবেলিং (Energy Efficiency Labelling) এবং কার্যসম্পাদনে জ্বালানি ব্যবহারের ন্যূনতম মান (Minimum Energy Performance Standards) নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর নিকট হইতে জ্বালানি ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের পরীক্ষা, পরীক্ষণ পদ্ধতি এবং পরীক্ষণ সুবিধা সৃষ্টিতে সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং

(খ) বয়লারের জ্বালানি সাশ্রয়ী কার্যসম্পাদনের ন্যূনতম মান (Minimum Energy Efficiency Performance Standards) নির্ধারণ ও উহা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বয়লার পরিদর্শন পরিদপ্তরের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪। পরিচালনা পর্ষদে মন্ত্রণালয়/বিভাগের অবৈতনিক সদস্যগণ।—আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৫) এর বিধান অনুসারে নিম্নবর্ণিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রতিনিধিগণ পরিচালনা পর্ষদের অবৈতনিক সদস্য হইবেন, যথা :—

(ক) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অন্যূন একজন যুগ্ম-সচিব;

(খ) বিদ্যুৎ বিভাগের অন্যূন একজন যুগ্ম-সচিব;

(গ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অন্যূন একজন যুগ্ম-সচিব;

(ঘ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন একজন যুগ্ম-সচিব;

(ঙ) অর্থ বিভাগের অন্যূন একজন যুগ্ম-সচিব; এবং

(চ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন একজন যুগ্ম-সচিব।

৫। পরিচালনা পর্ষদের অবৈতনিক সদস্যের সম্মানী।—পরিচালনা পর্ষদের সভায় অংশগ্রহণকারী অবৈতনিক সদস্যগণ প্রতিটি সভায় অংশগ্রহণের জন্য ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা হারে সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি প্রমিতকরণ, লেবেলিং ও পরিকল্পনা, ইত্যাদি

৬। সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি প্রমিতকরণ ও লেবেলিং।—(১) কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শক্রমে, জ্বালানি সাশ্রয়ী ব্যবহার উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে তফসিল-ক এ উল্লিখিত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিসমূহের কার্যসম্পাদনে জ্বালানি ব্যবহারের ন্যূনতম মান এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী লেবেলিং বাস্তবায়ন করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ তফসিল-ক এ উল্লিখিত সরঞ্জামাদি ব্যবহারের মানমাত্রা নির্ধারণ, লেবেলিং ও পরীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করিবে, যথা :—

(ক) লেবেল অর্জনের জন্য অনুসরণীয় পরীক্ষণ পদ্ধতি;

(খ) লেবেলের নকশা এবং বৈশিষ্ট্য;

(গ) জ্বালানি দক্ষ হিসাবে বিবেচিত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির লেবেলিং এর জন্য জ্বালানি দক্ষতার মানের স্তর বিন্যাসকরণ অথবা জ্বালানি দক্ষতার সুনির্দিষ্ট মান যেমন-এক তারকা, দ্বি-তারকা ইত্যাদি নির্ধারণ;

(ঘ) মানমাত্রা অর্জনের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি;

(ঙ) আবশ্যিকভাবে পালনীয় জ্বালানি দক্ষতার মানমাত্রা; এবং

(চ) দেশে তৈরীকৃত, সংযোজিত, আমদানিকৃত এবং বিক্রয়কৃত সকল পণ্যের ক্ষেত্রে মানমাত্রা কার্যকর হইবার তারিখ।

(৩) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, তফসিল-ক সংশোধন করিতে পারিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম উৎপাদন এবং আমদানি উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে একটি প্রণোদনা কৌশল (incentive mechanism) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

(৫) লেবেলকৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের জন্য কর প্রণোদনা এবং লেবেলবিহীন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের জন্য উচ্চ হারে আমদানি শুল্ক আরোপ করিবার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডেকে সুপারিশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ জাতীয় ও বহুল প্রচারিত অন্যূন দুইটি বাংলা ও দুইটি ইংরেজি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে লেবেলিং এর মানমাত্রা, মানমাত্রার শর্তপূরণের ব্যর্থ যন্ত্রপাতি এবং উহার উৎপাদনকারীর তালিকা প্রকাশ করিবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ, জ্বালানি দক্ষতার মান এবং লেবেলিং সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ জ্বালানি দক্ষতার লেবেলযুক্ত পণ্য ক্রয়ে ক্রেতা সাধারণকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে, প্রয়োজনীয় প্রচারণামূলক কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

৭। **জ্বালানি সাশ্রয়ী ইমারত নির্মাণের সহায়তা।**—(১) কর্তৃপক্ষ জ্বালানি সাশ্রয়ী ইমারত নির্মাণে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ জ্বালানি সাশ্রয়ী ইমারত নির্মাণে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

৮। **মাইক্রো শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে জ্বালানি সংরক্ষণ।**—কর্তৃপক্ষ মাইক্রো শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে জ্বালানি সংরক্ষণের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবে, যথাঃ—

(ক) সরকারি ঋণ এবং অনুদান প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;

(খ) কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ সেবা প্রদান;

(গ) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা; এবং

(ঘ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা।

৯। **ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার (মনোনীত ভোক্তা) ঘোষণা।**—(১) কর্তৃপক্ষ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধরন, অবস্থা, কর্মক্ষমতা, জ্বালানি ব্যবহার, সুবিধা, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তফসিল-খ এ উল্লিখিত মানদণ্ড ও গড় জ্বালানি ব্যবহারের উপর ভিত্তি করিয়া কোন গ্রাহককে ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার (মনোনীত ভোক্তা) হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর অধীন ঘোষিত ডেজিগনেটেড কঞ্জুমারের (মনোনীত ভোক্তার) তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবে এবং উহা জনসাধারণের অবগতির জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

১০। **ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার (মনোনীত ভোক্তা) কর্তৃক জ্বালানি দক্ষতা ও নিরীক্ষা।**—(১) কর্তৃপক্ষ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জ্বালানি ব্যবহারের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তফসিল-গ অনুযায়ী জ্বালানি দক্ষতার প্রয়োজনীয় মানদণ্ড নির্ধারণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন জ্বালানি দক্ষতার মানদণ্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হইবে, যথা :—

(ক) ন্যূনতম জ্বালানি সাশ্রয়ী মানমাত্রা নিরূপণ, যেমন-নির্দিষ্ট শিল্প প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফারনেস, শিল্পে ব্যবহৃত বয়লার, শীতাতপ যন্ত্র এবং ইটভাটা এবং এইরূপ অন্যান্য প্রযুক্তিতে প্রতি ইউনিট উৎপাদিত পণ্যের জন্য ন্যূনতম জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ; এবং

(খ) বিশেষ প্রযুক্তির প্রয়োগ, যেমন ওয়েস্ট হিট রিকভারী বা নির্দিষ্ট মাপের এবং নির্দিষ্ট শিল্প কারখানার বয়লার এবং শীতলীকরণের জন্য কো-জেনারেশন।

(৩) ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার (মনোনীত ভোক্তা) উহার স্থাপনায় জ্বালানি নিরীক্ষক দ্বারা বার্ষিক জ্বালানি নিরীক্ষা সম্পন্ন করিবে ও জ্বালানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক তফসিল-ঘ অনুসারে উহার একটি প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(৪) তফসিল-ঙ এ উল্লিখিত শ্রেণিভিত্তিক ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার (মনোনীত ভোক্তা) কর্তৃক উক্ত তফসিলে উল্লিখিত সময় অনুযায়ী জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রম স্বেচ্ছামূলকভাবে এবং, ক্ষেত্রমত, বাধ্যতামূলকভাবে সম্পন্ন করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
সরকারি কর্মকাণ্ডে জ্বালানি সংরক্ষণে সহায়তা

১১। সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান।—কর্তৃপক্ষ সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা এবং উহাদের ক্রয়, নির্মাণ এবং অন্যান্য কার্যাবলিতে জ্বালানি সংরক্ষণ, সাশ্রয় এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করিতে পারিবে, যথা: —

(ক) বিধি ৬ এর বিধান অনুসারে জ্বালানি দক্ষ লেবেলযুক্ত পণ্যসামগ্রীসহ জ্বালানি দক্ষ অন্যান্য পণ্যসামগ্রী ক্রয়;

(খ) নূতন ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে জ্বালানি টেকসই ইমারতের নকশা প্রণয়ন এবং উহার বাস্তবায়ন;

(গ) বিদ্যমান ভবন ও স্থাপনায় স্বল্প ব্যয়ে জ্বালানি সাশ্রয়সহ জ্বালানি সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) বিদ্যমান স্থাপনাসমূহে জীবন চক্রব্যাপী ব্যয় সাশ্রয়ী দক্ষ প্রযুক্তির নব সংযোজনে (retrofit) বিনিয়োগ;

(ঙ) সড়ক বাতি, পানি উত্তোলন, সড়কপথ, রেলপথ, জলপথে এবং আকাশপথে মানুষ ও মালামাল পরিবহন, ইত্যাদি কার্যক্রমে জ্বালানি সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয় জ্বালানি সংরক্ষণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয়াবলি

১২। জাতীয় জ্বালানি সংরক্ষণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন।—(১) কর্তৃপক্ষ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই জ্বালানি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া উহা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রণীত পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব কর্তৃপক্ষ উহা বাস্তবায়ন ও তদারকির ব্যবস্থা করিবে।

১৩। তথ্য ব্যবস্থাপনা।—(১) কর্তৃপক্ষ জাতীয়, খাতভিত্তিক এবং প্রয়োজনে, একক স্থাপনা পর্যায়ে জ্বালানির ব্যবহার, বিতরণ প্রান্তের (supply side) অপচয়সহ সার্বিকভাবে জ্বালানি অপচয়, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, সংরক্ষণ সুবিধা এবং জ্বালানি সংরক্ষণ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যের সমন্বয়, একীভূতকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদনের জন্য দায়ী থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রতিবেদন প্রণয়নকালে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করা যাইবে, যথা:—

(ক) ডেজিগনেটেড কঞ্জুমারের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রতিবেদন;

(খ) সরকারি সংস্থা, যেমন- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংস্থার নিকট হইতে জ্বালানি উৎপাদন, ব্যবহার ও অপচয়, জ্বালানি ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতি, বিনিয়োগ, জ্বালানি ব্যবহারজনিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সংক্রান্ত ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য ও উপাত্ত;

(গ) বেসরকারি সংস্থা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্ত;

(ঘ) জ্বালানির ব্যবহার, গ্রাহকের আচরণ, ভোক্তার নিকট পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণী উপাদান এবং আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প খাতসহ অন্যান্য স্থাপনায় জ্বালানির ব্যবহার সংক্রান্ত ও উপাত্ত সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সংস্থার সহায়তায় পরিচালিত গ্রাহক সমীক্ষা (consumer survey) ও গবেষণা লব্ধ ফলাফল।

১৪। জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সম্পূরক অর্থের উৎস।—কর্তৃপক্ষ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণমূলক কার্যক্রমকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে সম্পূরক আর্থিক উৎসের অনুসন্ধান করিবে এবং এইক্ষেত্রে Clean Development Mechanism (CDM), Bilateral Offset Credit Mechanism (BOCM), National Appropriate Mitigation Action (NAMA) এবং United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) এর আওতায় গঠিতব্য অথবা অনুরূপ অন্য কোন কার্যক্রমের আওতায় কার্বন নির্গমন ক্রেডিটের সুযোগ গ্রহণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৫। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—(১) এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল-ক

[বিধি ৬(১) এবং (২) দ্রষ্টব্য]

জ্বালানি সাশ্রয়ী লেবেলিং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির তালিকা

ক. প্রথম পর্যায়:

১. কক্ষ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র
২. রেফ্রিজারেটর (হিমায়ন যন্ত্র), ফ্রীজার
৩. তিন-ফেজ ইনডাকশন মোটর
৪. বৈদ্যুতিক পাখা
৫. পানি পাম্প
৬. ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটার

খ. দ্বিতীয় পর্যায়:

৮. দুই অশ্ব শক্তির অধিক সকল প্রকার পানির পাম্প
৯. পানি গরম করার বৈদ্যুতিক যন্ত্র
১০. মাইক্রোওয়েভ ওভেন
১১. টেলিভিশন সেট
১২. ইস্ত্রি
১৩. রাইস কুকার
১৪. ব্লেন্ডার্স/মিক্সচার
১৫. ওয়াশিং মেশিন
১৬. ইনভারটার
১৭. ট্রান্সফরমার

গ. জ্বালানি সাশ্রয়ি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি লেভেলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন সময়সীমা:

জ্বালানি সাশ্রয়ি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি লেভেলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন সময়সীমা নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারণ করা হইবে:

	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
প্রথম পর্যায়ের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	ঐচ্ছিক	ঐচ্ছিক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক
দ্বিতীয় পর্যায়ের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি		ঐচ্ছিক	ঐচ্ছিক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক

নোট:

- স্বেচ্ছাকৃত পর্যায়ে তারকা লেবেলিং চালু করা হইবে।
- বাধ্যতামূলক পর্যায়ে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট তারকা লেবেলিংযুক্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির বিক্রয় অনুমোদন দেওয়া হইবে।

তফসিল-খ

[বিধি ৯(১) দ্রষ্টব্য]

ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার (মনোনীত ভোক্তা) নির্ধারণের মানদণ্ড

ক্রমিক নং	শ্রেণি	ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার (মনোনীত ভোক্তা) নির্ধারণের মানদণ্ড	বর্তমান গড় জ্বালানির ব্যবহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	রাসায়নিক সার কারখানা	৫০,০০০ মেঃটন/বছর বা এর অধিক উৎপাদন ক্ষমতা	
২।	কাগজ এবং মন্ড শিল্প		২.০ মেঃওঃ
৩।	পাট এবং পাট প্রক্রিয়াকরণ শিল্প	০.৫ মেঃওঃ বা এর অধিক	০.২৫ মেঃওঃ বা এর অধিক
৪।	বস্ত্র শিল্প	উইভিং=০.২৫ মেঃওঃ বা এর অধিক স্পিনিং=০.৫০ মেঃওঃ বা এর অধিক ডাইং=০.২০ মেঃওঃ বা এর অধিক	উইভিং=০.১৫ মেঃওঃ স্পিনিং=০.২৫ মেঃওঃ ডাইং=০.১০ মেঃওঃ
৫।	পোশাক শিল্প	০.৭৫ মেঃওঃ বা এর অধিক	রপ্তানি=০.২৫ মেঃওঃ দেশীয়=০.১ মেঃওঃ
৬।	সিমেন্ট কারখানা এবং ক্লিংকার গ্রিন্ডিং	সকল	ক্লিংকার গ্রিন্ডিং=৩.০ মেঃওঃ
৭।	লৌহ এবং ইস্পাত (বৈদ্যুতিক চুল্লী)/ফিগয়নেস	সকল	
৮।	লৌহ এবং ইস্পাত (রি- রোলিং মিলস)	৪৫,০০০ কিউবিক মিটার/বৎসর বা এর অধিক	৩ টন/দিন ইস্পাত প্রমিত গ্যাস ব্যবহার= ৫০-৭৫ কিউবিক মিটার টন
৯।	চিনি কারখানা/শিল্প	সকল	
১০।	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প		
১১।	রাসায়নিক ঔষধ শিল্প	২ মেঃওঃ বা এর অধিক	১.৫ মেঃওঃ
১২।	কাচ শিল্প	১.৫ মেঃওঃ বা এর অধিক	১.০ মেঃওঃ
১৩।	চীনামাটি শিল্প	১.৫ মেঃওঃ বা এর অধিক	১.০ মেঃওঃ
১৪।	ইট ভাটা	প্রযোজ্য	নয় হফম্যান (Hoffman) ১.২ কোটি/ বৎসর
১৫।	পরিবহন টার্মিনাল (সমুদ্র বন্দর, বিমান বন্দর, স্টেশনসহ)	৫০০ কিঃওঃ বা এর অধিক	
১৬।	বহুতল আবাসিক ভবন	৭৫০ কিঃওঃ বা এর অধিক	৫০০ কিঃওঃ

(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৭।	বাণিজ্যিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভবন	৭৫০ কিঃওঃ বা এর অধিক	
	অফিস ভবন	৫০০ কিঃওঃ বা এর অধিক	
	শপিং মল	১ মেঃওঃ বা এর অধিক	
	হোটেল	৭৫০ কিঃওঃ বা এর অধিক	
	দোকান	৪০০ কিঃওঃ বা এর অধিক	
	হাসপাতাল	১ মেঃওঃ বা এর অধিক	
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১ মেঃওঃ বা এর অধিক	
১৭।	হিমাগার	৪০০ মেঃওঃ বা এর অধিক	
১৮।	বরফ তৈরির কারখানা	৪০০ কিঃওঃ বা এর অধিক	
১৯।	হিমায়িত খাদ্য শিল্প	১ মেঃওঃ বা এর অধিক	
২০।	প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্প	০.২ মেঃওঃ বা এর অধিক	
২১।	চামড়া শিল্প	০.২ মেঃওঃ বা এর অধিক	০.১৫ মেঃওঃ
২২।	চাউলের কল	০.২ মেঃওঃ বা এর অধিক	০.১ মেঃওঃ
২৩।	কাঠ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প	০.৫ মেঃওঃ বা এর অধিক	০.০৫ মেঃওঃ
২৪।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্দিষ্টকৃত অন্যান্য শিল্প এবং স্থাপনাসমূহ	৫০০ কিঃওঃ বা এর অধিক	

শিল্পভিত্তিক মানমাত্রা নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য (কিন্তু শুধুমাত্র ইহার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে):

১। জ্বালানি ব্যবহার (মোট এবং জ্বালানি উৎস অনুযায়ী বিভক্তি);

২। উৎপাদনের পরিমাণ;

৩। কর্মী সংখ্যা;

৪। আর্থিক ফলাফল (পরিচালন আয়, নীট আয়)।

তফসিল-গ

[বিধি-১০ (১) দ্রষ্টব্য]

বেঞ্চমার্ক এবং প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দক্ষতা

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি/সুবিধা		বেঞ্চমার্ক দক্ষতা	প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জ্বালানি দক্ষতার মান
(১)	(২)		(৩)	(৪)
১।	শিল্পের বয়লার		৮৫%	৮০% (Based on higher heating value)
২।	শিল্প এবং বাণিজ্যিক চিলারস	Vaper Compression	CoP 5	CoP 4
		Vaper Absorption	1.2	1.0
৩।	১০ hp এর অধিক বৈদ্যুতিক ক্ষমতার মোটর		৯৫%	৯০%

কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা উপরিউক্ত ছকে সময়ে সময়ে অন্যান্য যন্ত্রপাতির বেঞ্চমার্ক দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জ্বালানি দক্ষতার মান নির্ধারণ করিবে এবং কার্যক্রমের বৎসর ঘোষিত হইবে।

তফসিল-ঘ

[বিধি-১০ (৩) দ্রষ্টব্য]

ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার (মনোনীত ভোক্তা) কর্তৃক কর্তৃপক্ষের নিকট বার্ষিক জ্বালানি প্রতিবেদনের দাখিলের ছক এবং উহার বিষয়বস্তু

১। বার্ষিক জ্বালানি প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানের সকল অভ্যন্তরীণ সুবিধাসমূহের অন্তত নিম্নবর্ণিত তথ্য সন্নিবেশিত থাকিতে পারে, যথা :—

ক. মোট জ্বালানি ব্যয় (জ্বালানি উৎস অনুযায়ী যেমন, জ্বালানি, তাপ বিদ্যুৎ);

খ. জ্বালানি দক্ষতা এবং উৎপাদন ক্ষমতা (প্রতি ইউনিট পণ্য উৎপাদনের বিপরীতে জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ তুলনায়);

গ. জ্বালানির ব্যবহার হ্রাসের বিবরণী (ক্রমানুসারে);

ঘ. গৃহীত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য;

ঙ. নির্ধারিত জ্বালানি ব্যবস্থাপক (Energy Manager) এর কার্যাবলী;

চ. প্রতিবেদনাধীন সময়ে সম্পাদিত জ্বালানি সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাদি;

ছ. বার্ষিক জ্বালানি সংরক্ষণ পরিকল্পনা (কর্মপন্থা এবং লক্ষ্যমাত্রাসহ);

২। জ্বালানি সংরক্ষণের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য বার্ষিক ও মধ্যমেয়াদী কর্মপন্থা :

পরিকল্পনা ধরন	লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ	অমান্যকরণ (non-compliance)
বার্ষিক জ্বালানি সংরক্ষণ পরিকল্পনা এবং লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক জ্বালানি প্রতিবেদন দাখিল হইতে পরবর্তী ১২ মাসে স্বল্প মেয়াদি জ্বালানি সংরক্ষণ কর্মপন্থা সম্বলিত লক্ষ্যমাত্রা	পর পর দুই বছর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হইলে অমান্য করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
মধ্য মেয়াদি জ্বালানি সংরক্ষণ পরিকল্পনা এবং লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক জ্বালানি প্রতিবেদন দাখিল হইতে ৩৬ মাস পর্যন্ত মধ্য মেয়াদি জ্বালানি সংরক্ষণ কর্মপন্থা সম্বলিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ পরিকল্পনাটি ঘূর্ণায়মান ভিত্তিতে (rolling basis) পর্যালোচনা এবং সংশোধন করা যাইতে পারে	লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হইলে অথবা পরিকল্পনার মেয়াদে ৩ (তিন) বারের অধিক লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন ও পুনঃ নির্ধারণ করা হইলে অমান্য করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল-ঙ

[বিধি-১০ (৪) দ্রষ্টব্য]

শ্রেণিভিত্তিক ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার (মনোনীত ভোক্তা) প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	শ্রেণি	স্বেচ্ছামূলক নিরীক্ষা শুরু	বাধ্যতামূলক নিরীক্ষা শুরু
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	রাসায়নিক সার কারখানা	২০১৭	২০১৯
২।	কাগজ ও মন্ড শিল্প	২০১৭	২০১৯
৩।	পাট এবং পাট প্রক্রিয়াকরণ শিল্প	২০১৭	২০১৯
৪।	বস্ত্র শিল্প	২০১৭	২০১৮
৫।	তৈরী পোশাক শিল্প	২০১৭	২০১৮
৬।	সিমেন্ট কারখানা এবং ক্লিংকার গ্রিন্ডিং কারখানা	২০১৮	২০২০
৭।	লৌহ এবং ইস্পাত (বৈদ্যুতিক ফারনেস)	২০১৭	২০১৮
৮।	লৌহ এবং ইস্পাত (রি-রোলিং মিলস)	২০১৭	২০১৮
৯।	চিনি শিল্প	২০১৭	২০২০
১০।	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প	২০১৭	২০২০
১১।	রাসায়নিক ও ঔষধ শিল্প	২০১৭	২০১৯
১২।	কাচ শিল্প	২০১৭	২০১৯
১৩।	সিরামিক শিল্প	২০১৭	২০১৮
১৪।	পরিবহন টার্মিনাল (সমুদ্র বন্দর, বিমান বন্দর, স্টেশনসহ)	২০১৭	২০১৯
১৫।	বহুতল আবাসিক এপার্টমেন্ট	২০১৭	২০১৮
১৬।	বাণিজ্যিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভবন (অফিস ভবন, হোটেল, শপিং মল, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)	২০১৭	২০১৮
১৭।	হিমাগার	২০১৭	২০১৯
১৮।	বরফ তৈরীর কারখানা	২০১৮	২০২০
১৯।	চুন ও লবন শিল্প	২০১৮	২০২০
২০।	হিমায়িত খাদ্য শিল্প	২০১৭	২০১৮
২১।	প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্প	২০১৮	২০২০
২২।	চামড়া শিল্প	২০১৮	২০২০

(১)	(২)	(৩)	(৪)
২৩।	চাউলের কল	২০১৭	২০১৮
২৪।	কাঠ প্রক্রিয়াকরণ	২০১৮	২০২০
২৫।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্দিষ্টকৃত অন্যান্য শিল্প এবং স্থাপনাসমূহ		

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আলাউদ্দিন
যুগ্মসচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd